দৈনিক ইনকিলাব

APR 22 2002

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এত অবহেলা কেন?

২৮ মার্চ ২০০২ ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন। এই সমাবর্তন সরকারী-বেসরকারী সকল দিক থেকে পেয়েছে চরম অবহেলা। অনেক বছর সংগ্রামের পর শহীদ জিয়াউর রহমানের বিশেষ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক শহীদ জিয়াউর রহমান না থাকলেও আজ তার যোগ্য সহধর্মিণী দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলরও তিনি। সঙ্গত কারণেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আলাদা একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এটিই আমরা মনে করতাম। কিন্তু তৃতীয় সমাবর্তন আমাদের সে আশাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। সমাবর্তন এবং বিশেষ করে খালেদা জিয়ার আগমন উপলক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেজেছিল নতুন সাজে। প্রায় এক মাস ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল সাজ সাজ রব। অতীতের সমাবর্তনগুলোতে এমনটি লক্ষ্য করা যায়নি। সবার আশা ছিল, খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে একগাদা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন। অনেকে তালিকাও করেছিলেন যে, ৩/৪টি হল, ৭/৮টি গাড়ী ও ফ্যাকাল্টি এমনকি ২/১টি ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করে যাবেন। অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী এলেন, যথারীতি সমাবর্তন হল। কাজের কাজ কিছুই হল না, অর্থাৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই পেল না।

অবহেলার এখানেই শেষ নয়, ২৮ মার্চ একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরও সমাবর্তন ছিল। ঐদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনটিই আগে স্বচিত্র প্রচার করে। পরে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ইবি সমাবর্তনের খবর প্রচার করে। এই সমাবর্তনের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে ২৯ মার্চের দৈনিক পত্রিকাসমূহ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরটি ছবিসহ আসে সব পত্রিকায়। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ছবি কোন পত্রিকায়ই আসেনি। ছোট্টভাবে খবরটি এলেও সব পত্রিকায় তাও আসেনি। অর্থাৎ ইবি'র তৃতীয় সমাবর্তনের ফলাফল ছিল শূন্য।

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলরের নিকট প্রশ্ন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কেন এত অবহেলা? দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট তার সুদৃষ্টি কামনা করে।

-শরীফ মোঃ সাজেদুল হক
৩১৭ জিয়াউর রহমান হল
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।